উদ্বেগ এবং গুজব
বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

বুকের দুধ খাওয়ানো
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৪ × বুধবার, ১৯ জুন ২০১৯

উদ্বেগ এবং গুজব: স্থানান্তর, প্রত্যাবাসন এবং পরিচয় পত্র

সূত্র: নভেম্বর ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্যাম্প ১ই, ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ ডি.আর.সি, আই.ও.এম ও বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত ৩২৬৫ শ্রোতাদের দলগত আলোচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এছাড়াও ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাম্প ২৪, ব্লক-বি-১০ এ বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কর্তৃক আয়োজিত ১৮-২৫ ও ২৬-৪০ বছর বয়সী নারী ও পুরুষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ফোকাস দল আলোচনা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

যদিও গত কয়েক মাস ধরে রোহিঙ্গা জনগণ যে সকল সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার বেশিরভাগই সবসময়ের মতো পরিচ্ছন্নতা, ত্রাণ সামগ্রী প্রাপ্তি ও রান্নাবান্নার সমস্যা সংক্রান্ত; তবে গত কয়েক মাস ধরে স্থানান্তর, প্রত্যাবাসন ও যৌথ রেজিস্ট্রেশন আইডি কার্ড নিয়ে তাদের উদ্বেগের পরিমাণ বাড়ছে। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নভেম্বর ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত শ্রোতাদের দলগত আলোচনায় ১০% মানুষ ভাসানচরে স্থানান্তর ও মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (এন = ৩৩০ গ্রুপ, ৫,৪০০ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪,০৯৩ জন পুরুষ এবং ১,৩০৭ জন নারী)। যে সকল গ্রুপ এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাদের বেশিরভাগই ক্যাম্প ১৯ এর। এছাড়াও তারা স্থানান্তর, প্রত্যাবাসন এবং যৌথ নিবন্ধন পরিচয় পত্র সম্পর্কিত গুজব নিয়ে কথা বলেন, যে সকল গুজবের কথা শোনা যায় তার বেশিরভাগই ক্যাম্প ২৪ থেকে ছড়িয়েছে।

এ সময়ের ভেতরে উত্থাপিত অন্যান্য উদ্বেগগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশু ও নারী বান্ধব স্থানের অভাব, সিম কার্ড পেতে সমস্যা এবং নির্বাচন চলাকালীন রোহিঙ্গা জনগণের ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

রোহিঙ্গা জনগণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছেন

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন উৎস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছেন, এর মধ্যে রয়েছে সিআইসি কর্মকর্তাগণ, বিতরণ স্থান, সেনা কর্মকর্তাগণ, এনজিও, মাঝি, টেলিভিশন চ্যানেলের খবরের ক্লিপ যেমন – এপিএন নিউজ চ্যানেল এবং রোহিঙ্গা ভিশন এবং রোহিঙ্গা ভিশন বা আরাকান টাইমসের মতো ফেসবুক পেজ। যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মাধ্যমে, এগুলো সাধারণত ভিডিও ব্লগ এবং ধারাবিবরণী যুক্ত ভিডিও ফুটেজ আকারে ছড়াচ্ছে ক্যাম্পে বসবাসকারী মানুষ এবং যারা এখনো মিয়ানমারে বাস করছেন তাদের মাধ্যমে। রোহিঙ্গা জনগণ সাধারণত কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই এই উৎসগুলোর তথ্যে বিশ্বাস করছেন, অনেক লোক বিশ্বাস করেন যে, এই তথ্যগুলো তৈরি করছে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত শিক্ষিত রোহিঙ্গা জনগণ যাদের তারা নেতা হিসেবে অনুসরণ করতে আগ্রহী। মানুষ মনে করেন যে, মিয়ানমারে এখনো যে সকল রোহিঙ্গা জনগণ বসবাস করছেন তারা মিয়ানমারে যা ঘটছে তার প্রত্যক্ষদর্শী, এবং এই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য।

স্থানান্তর সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ এবং গুজবসমূহ

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সকলে বলেছেন যে, তারা রোহিঙ্গা জনগণকে ভাসানচরে স্থানান্তর করার পরিকল্পনার কথা শুনেছেন, এটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ যেখানে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। লোকজন বিশ্বাস করে যে রোহিঙ্গা জনগণকে দ্বীপে পাঠানো হবে কিন্তু তারা নিশ্চিত নয় কাদের কাদের সেখানে পাঠানো হবে।

লোকজন স্থানান্তর সম্পর্কিত নানা ধরনের সংবাদ শুনেছেন। কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র নিবন্ধিত রোহিঙ্গা জনগণকে দ্বীপে পাঠানো হবে, কেউ কেউ বলছেন যে মাত্র ১০০,০০০ রোহিঙ্গা জনগণকে দ্বীপে পাঠানো হবে, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে যারা বেআইনী কর্মকাণ্ড যেমন – পাচার, মাদক ব্যবসা, ডাকাতি এবং খুন এর সাথে জড়িত তাদেরকে ভাসানচরে পাঠানো হবে।

সকল অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তারা ভাসানচরে যেতে অনিচ্ছুক কারণ তারা শুনেছেন যে দ্বীপটি মূলভূখণ্ড থেকে দূরে এবং বসবাসের জন্যে নিরাপদ নয়, কারণ এটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা এবং বেশিরভাগ সময়ই বন্যা কবলিত থাকে। এছাড়াও, তারা বিশ্বাস করেন যে এটি এখনো বসবাসের উপযোগী নয় কারণ দ্বীপটি মাত্রই জেগে উঠেছে।

> “আমরা সেখানে যেতে চাইনা... এটি একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড যেখানে প্রায়ই বন্যা ও ঝড় হয়। এটি আমাদের জন্যে নিরাপদ নয়। আমরা সেখানে বাস করতে পারবনা।”
>
> – পুরুষ, ৩০

অংশগ্রহণকারীরা শুনেছেন যে, এমনকি জরুরি অবস্থার সময়েও তারা দ্বীপ ত্যাগ করতে পারবেন না। তারা আরো উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, ভাসানচরে তারা কোন প্রকার মানবিক সাহায্য পাবে না। কোন কোন অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, যদি তাদের ভাসানচরে পাঠানো হয় তাহলে তাদের জন্য দেশে ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। অনেকেই অনলাইনে বিভিন্ন ভিডিওতে বেশ কিছু স্থায়ী কাঠামো তৈরি হতে দেখেছেন এবং তারা মনে করেন যে, এই পদক্ষেপের কারণে তাদের প্রত্যাবাসনে বিলম্ব ঘটবে; কারণ তারা মনে করেন যে বাংলাদেশ সরকার অস্থায়ীভাবে জীবনযাপনের জন্য বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করবে না।

প্রত্যাবাসন সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ এবং গুজব

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু শোনেন নি। কিছু অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গা জনগণকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে চুক্তির উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ শুনেছেন যে বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারকে প্রত্যাবাসনের জন্য রোহিঙ্গা জনগণের একটি তালিকা পাঠিয়েছে, তবে মিয়ানমার সরকার তার মধ্যে প্রায় ২০০ জনকে আরসা* সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা মিয়ানমারে ফিরে যাবেন না যতক্ষণ না তাদের দাবি পূরণ করা হবে। তারা মনে করেন যে, যদি তারা মিয়ানমারে ফেরত যান তবে তারা নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার সম্মুখীন হবেন। তারা বলেন যে তারা ন্যায়বিচার চান, যাতে তারা মিয়ানমারে তাদের হৃত সম্পত্তির উপর পুনরায় দাবি করতে পারেন এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেন।

> “আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। আমরা তাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি, তারা আমাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ন্যায়বিচার চাই।”
>
> – নারী, ২৮

কিছু অংশগ্রহণকারীরা মিয়ানমারে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগণের কাছ থেকে শুনেছেন যে মিয়ানমার সরকার দেশে ফেরার পর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর থাকার জন্যে ক্যাম্প তৈরি করেছে। অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে তারা সেখানে যেতে চান না কারণ মিয়ানমারে ক্যাম্পে থাকলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ও গ্রামে ফিরতে পারবেন না। নারীদের দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, গুজব ছড়িয়েছে মিয়ানমারের আর্মি সেখানকার ক্যাম্পে বোমা রেখেছে।

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন জাতিসংঘ এবং আইসিসি (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলো এই সমস্যার সমাধান করতে ভূমিকা রাখতে পারে। তারা মনে করেছিলেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাইতে হবে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করেন।

যৌথ নিবন্ধন পরিচয় পত্র সাথে সম্পর্কিত উদ্বেগ এবং গুজব

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে উল্লেখ করেছেন যে তারা নতুন পরিচয় পত্র সম্পর্কে শুনেছেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যেই তা পেয়েছেন। তারা বলেন যে বাংলাদেশ সরকার ইউএনএইচসিআরের সহায়তায় রোহিঙ্গা জনগণের মধ্যে কার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে কার্ডে তাদের নাম, ছবি, বয়স, ক্যাম্প এবং ব্লক নম্বরের মতো সাধারণ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং সনাক্তযোগ্য তথ্য সহ তারা যেখান থেকে এসেছেন এবং কতদিন ধরে বাংলাদেশে আছেন সেসব তথ্য উল্লিখিত হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ উল্লেখ করেছেন যে তারা কার্ডের ধারণাটি পছন্দ করেন না কারণ এতে তাদের জাতি সম্পর্কিত কোন তথ্য নাই। অনেকে মনে করেন যে এর ফলে প্রত্যাবাসনের সময় মিয়ানমার সরকারকে তাদের জাতিগত ও উৎপত্তি প্রমাণ করা কঠিন হবে। বেশিরভাগ লোকেরা বলেছেন যে কার্ডে যা লেখা আছে তা তারা পড়তে পারেন না, কিন্তু তারা কার্ড বিতরণকারীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন তাতে কী লিখা আছে।

> “এই কার্ডটিতে লেখা নেই যে আমরা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিক, তাই মিয়ানমারে ফিরে গেলে আমাদের বার্মিজ নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে যাবে।”
>
> – পুরুষ, ৩৬

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে পরিচয় পত্রগুলো বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের যৌথ উদ্যোগ এবং তারা যদি কার্ডের জন্য নিবন্ধন করেন তবে তাদের সমস্ত তথ্য মিয়ানমার সরকারের কাছেও প্রদান করা হবে।

> “আমরা শিক্ষিত রোহিঙ্গা জনগণের তৈরি এমন অনেক ভিডিও দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে যে যদি আমরা বাংলাদেশে নিবন্ধন করার সময় আমাদের আঙুলের ছাপ দিই তবে আমাদের তথ্য মিয়ানমারে পাঠানো হবে। অতএব, বাংলাদেশ সরকার যখন আমাদের বলেছিল তখন আমরা নিবন্ধন করিনি।”
>
> – পুরুষ, ২৬

* *আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি*

বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং বিধিনিষেধ

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে বুকের দুধ খাওয়ানো নিয়ে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক আচরণ রয়েছে। যেহেতু ক্যাম্পে অনেক মা সন্তানের জন্ম-পূর্ববর্তী ও জন্ম-পরবর্তী সেবা নিতে প্রথম বারের মত আসতে পারেন তাই জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মোতাবেক কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য তাদের বিদ্যমান অভ্যাস, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সাথে সম্পর্কিত ভাষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু: শালদুধ, সাধারণত প্রথম দুধ হিসেবে পরিচিত, সন্তান জন্মের পরের বুকের দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর। রোহিঙ্গা ভাষায় একে বলা হয় আড়া দুদ, যার অর্থ 'আঠালো দুধ.' রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে যে এই দুধ নোংরা এবং নবজাতকের শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং, অনেক নতুন মা শালদুধ ফেলে দিতে থাকেন যতক্ষণ না মায়ের দুধ (বুকের দুধ) আসে।

শালদুধ এর জায়গায়, রোহিঙ্গা জনগণ কখনও কখনও মধু, পানিতে গোলানো চিনি এবং সরষের তেল জন্মের পরপরই শিশুকে দেন (বুকের দুধ-পূর্ব খাদ্য বলা হয়)। তারা বিশ্বাস করেন যে এগুলো শিশুর গলা এবং পাকস্থলী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। অনেক রোহিঙ্গা নারী আরো বিশ্বাস করেন যে মধু বুকের দুধকে মিষ্টি করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই চর্চাকে নিরুৎসাহিত করেন, বিশেষ করে ক্যাম্পের পরিবেশে এই পরিপূরক খাবার গুলো ব্যাকটেরিয়ার (ফুক) সংক্রমণ ঘটাতে পারে যা নবজাতকের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ: সাধারণত বেশ কয়েক মাস ধরে নারীরা শুধুমাত্র (শুধু বুকর দুদ হাবন বুকের দুধ খাওয়ান এবং দুই বা তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশু শক্ত খাবারের পাশাপাশি বুকের দুধ পান করে। যখন একটি শিশু শক্ত খাবার খেতে শুরু করে, অথবা সম্পূরক খাবার খেতে থাকে, রোহিঙ্গা জনগণ একে বলেন তুলা হাবন। কোন বন্ধু, পরিবারের কোনো সদস্য বা প্রতিবেশীদের দ্বারা ধাত্রী(দুদু মা) হিসেবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো স্বাভাবিক ঘটনা। মা অসুস্থ থাকলে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে এতে মা বিশ্রাম পায়।

ক্যাম্পে রিল্যাকটেশন কেন্দ্রগুলো – যেখানে মা'দেরকে তাদের শিশুদের পুনরায় বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে সহায়তা করা হয় – সাধারণভাবে পরিচিত শান্তি হানা, বা ('শান্তির ঘর') নামে। নারীরা সেবাটিকে দিনের কাজকর্ম ও অন্যান্য ব্যস্ততার বাইরে একটি একান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ হিসেবে দেখে থাকেন। সাধারণভাবে শান্তি হানা শব্দটি কেবলমাত্র নারীদের জন্যে প্রযোজ্য অন্যান্য সেবাকেও বুঝিয়ে থাকে, যেমন নারী-বান্ধব জায়গা সমূহ।

(দুধ সারাই ফালান) বা আগেভাগে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করার ব্যাপারে কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। তবে, কোনো মা যদি তিন দিনের বেশি শিশুকে দুধ দেয়া বন্ধ করেন তবে সাধারণত তিনি তা আবার শুরু পারেন না। (আবার দুদ হাবন)। অনেকে বিশ্বাস করেন যে যদি মা কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবার দুধ খাওয়াতে শুরু করেন, তার দুধ অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়। অনেক প্রতিবেশী সংস্কৃতিতেই এই বিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে।

যদি কোনো নারী বুকের দুধ খাওয়াতে না পারেন, অনেক রোহিঙ্গা জনগণই মনে করেন যে তিনি স্বাস্থ্যবতী নন। এক্ষেত্রেও তারা ফর্মুলা(তুলা দুদ) খাওয়াতে চান না। যদি কোনো নারীর প্যাকেটজাত ফর্মুলা দুধ কেনার সামর্থ্য না থাকে, চালের পানি বা গুড়ো দুধ খাওয়াতে বলা হয়। ক্যাম্পের পরিবেশে যেখানে পানিতে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে (হচরা পানি), শিশুদের জন্য তা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

অধিক দুধ তৈরি করা: রোহিঙ্গা গোষ্ঠীতে অনেকেই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার সাথে বেশি দুধ পাওয়ার মধ্যকার সম্পর্কটি বোঝেন। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত পাতা মাছ, অথবা ফাথামাস-এ জন্য ভালো বিবেচনা করা হয়। তবে যদি কোনো নারীর স্তন যুগল অতিরিক্ত ফুলে উঠে (দুদ বাড়া) অর্থাৎ যদি তার একটি বা দুটি স্তনেই অনেক বেশি দুধ উৎপাদন হয়, তিনি প্রচলিত চিকিৎসা গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি হয়তো পেঁপে গাছের শিকড় নিয়ে, শিকড়টিকে সুতা দিয়ে সাত বার বেঁধে যে স্তনে ব্যথা তার উপরে রাখবেন। (পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বাঁধাকপি পাতা ব্যবহার করে একই রকম চিকিৎসা প্রচলিত আছে।) বিকল্প হিসেবে, মিষ্টি আলুর লতার শিকড়ও একইভাবে ব্যবহার করতে পারেন অথবা আমের পাতা কানের দুল হিসেবে পরতে পারেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।